"আলোচ্য বিষয় : পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থা"

পুরুলিয়া, ২৩ শে মার্চ, ২০২২: সুইচঅন ফাউন্ডেশন আজ কল্যাণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে একটি উচ্চ স্তরের মাল্টি স্টেকহোল্ডার মিটিংয়ের আয়োজন করেছিল। "ভূগর্ভস্থ জল: অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করা" শীর্ষক আলোচনাটি প্রাথমিকভাবে ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ এবং রিচার্জের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ছিল। বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে গতকাল কলকাতায় আয়োজিত রাজ্য স্তরের মিটিংয়ের ফলোআপ হিসাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

উদ্বোধনী মূল বক্তব্য প্রদান করেন, ডাঃ আশিস ব্যানার্জী, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (মাটি এবং জল পরিচালনা) বলেছেন - "জেলায় ভূগর্ভস্থ জল হ্রাসের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, আরও বেশি সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে জল ব্যবস্থাপনা প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে। স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে" , তিনি পরে উল্লেখ করে যোগ করেছেন যে ***"কয়েক দশক আগে কৃষিতে পরিবর্তন এসেছে, এখন আমাদের জেলাগুলিতে মাইক্রো সেচের পাশাপাশি মিলেটের মতো আরও জল সহনশীল ফসলের প্রচার করতে হবে।"***

এই ইভেন্টটি পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভস্থ জলের বর্তমান সমালোচনামূলক চ্যালেঞ্জগুলিকে তুলে ধরে, অংশগ্রহণকারী প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কার ঘন্টা বাজিয়ে অবিলম্বে নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও মধ্য ও পশ্চিম ভারতের শুষ্ক এবং অর্ধেক-শুষ্ক রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গকে প্রচলিতভাবে জলের অভাবের রাজ্য হিসাবে দেখা যায় না, সেন্ট্রাল গ্রাউন্ডওয়াটার বোর্ড (CGWB) রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলের স্তরকে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস দেখায় I CGWB-এর মতে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সামগ্রিক ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ১.২৮ মিটার কমেছে।

বছরের পর বছর ধরে ভারত জুড়ে ভূগর্ভস্থ জলের উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রমবর্ধমান হ্রাস ঘটেছে প্রাথমিকভাবে ক্রমাগত তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে সাবমের্সিবল পাম্পিংয়ের কারণে কূপগুলি ক্ষতি হওয়ার কারণে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, এটি বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলির জন্য আরও বেশি প্রাসঙ্গিক যেখানে কম বৃষ্টিপাত এবং খুব উচ্চ তাপমাত্রার কারণে কম চাষের এলাকা রয়েছে।

খাদ্য উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে, গভীর জলের বেড থেকে আরও বেশি জল তোলার প্রয়োজন হবে যা জলের চাপ বাড়াবে এবং উচ্চ শক্তির চাহিদাকেও প্রভাবিত করবে এবং এর ফলে বাংলার কৃষকদের জন্য সেচ পাম্পিং খরচ আরও বৃদ্ধি পাবে। অতএব, শক্তি এবং কৃষির সাথে ভূগর্ভস্থ জলের সমস্যাটি দেখা গুরুত্বপূর্ণ যা আমাদেরকে শক্তি-জল-কৃষির মধ্যে সম্পর্ককে মোকাবেলা করার জন্য একটি সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজনীয়তার দিকে নিয়ে আসে।

SwitchON ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যেই পূর্ব ভারতের চারটি রাজ্যে শক্তি-জল-কৃষি (SEWA) নেক্সাসকে শক্তিশালী করার জন্য মূল সংস্থাগুলির একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে, SEWA রাজ্য জুড়ে সুস্থায়ী সেচ সুবিধার লক্ষ্যে বিদ্যমান, রাজ্যে জল সংরক্ষণ নীতিগুলিকে সমর্থন করতে চায়।

২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম "জল ধরো-জল ভরো" এর লক্ষ্য হল বৃহৎ পরিসরে বৃষ্টির জল সংগ্রহের মাধ্যমে মূল্যবান জল সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র সেচের নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যবান জল সম্পদের উন্নতি ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য ভূপৃষ্ঠের জলের প্রবাহ রোধ করা। বিশ্ব জল দিবস ২০২২-এর মূল লক্ষ্য হল ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) 6: সকলের জন্য জল এবং স্যানিটেশন প্রদানের দিকে পদক্ষেপকে অনুপ্রাণিত করা। ২০২২ সালের বিশ্ব জল দিবসের থিম হল "ভূগর্ভস্থ জল - অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করা।" ভূগর্ভস্থ জল অদৃশ্য, কিন্তু এর প্রভাব সর্বত্র দৃশ্যমান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিনয় জাজু,সুইচঅন ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন - ***"সুইচঅন ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনা, কৃষক ও নাগরিকদের সংবেদনশীলতা, জল সংগ্রহের জন্য অবকাঠামো স্থাপন, ক্ষুদ্র সেচ এবং শস্য পরিকল্পনার প্রচারের জন্য সরকারী বিভাগ এবং আই আই টি- র বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সাথে কাজ করছে।"***

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন : বিনয় জাজু | ফোন : **9331178105**